ছদ্ম নাম নিয়ে কথা

কুদ্দুস খান

লেখকের আই ডি হচ্ছে তার লেখা, তার লেখার ষ্টাইল বা ধরণ অথবা লেখার মধ্যে জোরালো কোন বক্তব্য থাকলে সেটা। পাঠক দীর্ঘ দীন যাবত কোন এক বিশেষ লেখকের লেখা পড়তে পড়তে ঐ বিশেষ লেখকের ষ্টাইল সম্মন্ধে পাঠকের একটি বিশেষ ধারণা জন্মায়,- সেটাই লেখকের আই ডি।

আ স ম জিয়াউদ্দিন আপনি কে? অথবা ফতেমোল্লা আপনি কে? ফতেমোল্লাকে আবার অনেকে মাহমুদ হাসান বলে জানে (?) ডঃ জাফর উল্লাহ অথবা কুদ্দুস খান আপনারা কারা? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? আমি কানাডার কথা জানিনা, তবে আমেরিকার কথা জানি? আমেরিকাতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে গেলে আই ডি কার্ড বা ড্রাইভার লাইসেন্স দরকার হয়। আমি ভিন্নমতের সম্পাদক বা ম্যানেজার, আমি চিন্তা করেছি, আমাকে লেখা পাঠালে আপনাদের ছবি সহ আই ডি চাইব, আর আমি আমার আই ডি ভিন্নমতে ঝুলিয়ে দেব। সম্ভবতঃ, তা হলে 'আপনি কে' প্রশ্ন সমস্যার সমাধান হয়। তিন রাত তিন দিন না ঘুমিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। কিন্তু বাধ সেজেছে আমার ষোড়শী কন্যা। তার ধারণা আমি কুদ্দুস খান প্রচন্ড নিরাপত্তাহীণতায় ভুগি। তার ধারণা, আমি অহেতুক তিল কে তাল করছি। অহেতুক সাধারণ বিষয়টাকে অসাধারণ করে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করি। এটা আমার চরিত্রের দোষ, কারণ আমার চরিত্রে রয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। একটু আগ বাড়িয়ে আবার সে বলতে চায়, এটা আমাদের জাতিগত সমস্যা। অর্থাৎ বাংগালী জাতি নাকি এসব সাধারণ বিষয়টাকে অসাধারণ করে আনন্দ পায়।

আমি আমার কন্যাকে প্রশ্ন করলাম,' তা হলে উপায় কি? লেখকের আই ডি নিয়ে কথা উঠেছে। এখন আই ডি ছাড়া আমি অসহায়। আই ডি না হলে আমি কি করে পত্রিকা চালাব? কি করে বুঝব, কোন লেখকের কোন লেখা?' ও একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'লেখকের আই ডি হচ্ছে তার লেখা, তার লেখার ষ্টাইল বা ধরণ অথবা লেখার মধ্যে জোরালো কোন বক্তব্য থাকলে সেটা। পাঠক দীর্ঘ দীন যাবত কোন এক বিশেষ লেখকের লেখা পড়তে পড়তে ঐ বিশেষ লেখকের ষ্টাইল সম্মন্ধে পাঠকের একটি বিশেষ ধারণা জন্মায়,- সেটাই লেখকের আই ডি।'

আমি বললাম, 'অনেক লেখকই ভিন্নমতে তাদের পৈত্রিক নাম পরিত্যাগ করে কল্পিত নামে লেখা শুরু করেছে, আর সমস্যাটা এখানেই।' এবার আমার স্ত্রী তার কন্যাকে সাহায্য করতে আসলেন। তিনি বললেন যে, তিনি অন্ততঃ পক্ষে কয়েক শত রচনা ও উপন্যাস পড়েছেন, যেখানে লেখকগন তাদের কলমি নাম ব্যবহার করেছে। এবং বহু পাঠক ই সে সকল লেখকের আসল নাম জানেনা। এখানে একটি কথা গোপনে পাঠকদের বলে রাখা ভাল, আর তা হচ্ছে আমি কখন ই আমার স্ত্রীর সাথে তর্ক করি না, আর তা করলে আমার সম্পদনা ও ভিন্নমত দুটোই একত্রে স্বর্গে যাবে। আমার স্ত্রী আমাকে গোমুর্খ ই ভাবেন, কারণ তিনি আমার বাংলা বানান ঠিক না করলে আমার লেখা অন্য মানুষের পক্ষে পড়া অসম্ভব হয়ে পড়তো। আমার স্ত্রীর ধারণা বানান ভুলের কারণে আমি যা বলতে চাই তা বলতে পারিনা, অন্য কিছু বলি। অতএব, হাউজ রুল হচ্ছে আমার কোন লেখাই তার অনুমুতি ছাড়া ছাপান যাবে না।

সম্ভবতঃ আমার বিদ্যা বুদ্ধি কম থাকার কারণে আমি স্বনামেই লেখতে চাই। কেননা আমার লেখা আমার স্থানীয় বন্ধুরা পড়েন। তাতে আমার সামাজিক মর্যাদাটা বাড়ে বলেই আমার মনে হয়! আমি দুয়েকটি লেখা ভিন্নমতে পেন নেম বা কলমি নামে লিখেছি, তাতে সেই কলমি নামেই ইমেইল আসে। আমি ভেবে দেখেছি, তাতে আমার বিশেষ কোন লাভ হয় না বা আমি যে মহা পন্ডিত বা বুদ্ধিমান লেখক? সেটাও প্রমাণ করা যায় না। শত শত লেখা বেনামে লিখে, সেই নতুন নামটি প্রতিষ্ঠা করার মত মনের জোর ও বিদ্যার জোর আমার নেই। অতএব পৈত্রিক নামই ভরসা।

কলমি নামে লিখলে একটি সুবিধার দিক ও রয়েছে, আর তা হচ্ছে, কলমি নাম থাকলে মেইন ষ্ট্রিমের চিন্তাধারা থেকে ব্যতিক্রম ধারার লেখা সহজতর। অনেক লেখক ই এটা করতে ভালবাসেন। কারণ আমরা যারা মুসলিম সমাজে জন্ম গ্রহন করেছি অথচ মেইন ষ্ট্রিম মুসলিমদের সমালোচনা করে লিখি, তাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ গাড়ীর পিছনে একটি ছালার বস্তা রাখবেন, কখন মুসলিম জনগণ কিল শুরু করে, বলার বা বোঝার উপায় তো আর নেই। ছালা থাকলে অন্ততঃ পিঠটা রক্ষা হবে।

সদালাপ সম্পাদক আ স ম জিয়াউদ্দিন কে বলছি, আমরা সকলেই একটু বেনামে লিখে পিঠটা বাঁচাতে চাই, তাতে আপত্তি তুলে, আমাদের পিঠটা বাঁচাতে বাধা সাধবেন না যেন। জনাব জিয়ার একটি সুবিধার দিক আছে, তিনি লিখেন মেইন ষ্ট্রিমের মুসলিমদের পক্ষে বা যে ভাবে মেইন ষ্ট্রিমের মুসলিম জনতা ভাবেন, সেভাবে। আমরা লিখছি মেইন ষ্ট্রীমের

বিপক্ষে। কেননা আমরা মনে করি মুসলিমরা চিন্তা চেতনায় সপ্তম শতকে পড়ে আছে। দুই সম্পাদক অর্থাৎ জনাব জিয়া ও বাংলা আমার সম্পাদক জনাব আবু সাইদ মাহফুজ হয়তো বলবেন ‘ তোমরা কে হে? এসেছ মুসলিমদের বিষয়ে কথা বলতে? বিশ্বের একশত কোটি বিশ লক্ষ মুসলিম রয়েছে, তাদের কথা তাদের ভাবতে দাও। তাদের মধ্যে কোনই শিক্ষিত লোক কি নেই?’ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত শক্ত। এর জবাব শুধু ইতিহাস ই দিতে পারে। তবে আমার নানী একটি কথা বলতেন, ‘বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়।’ মনে হয়,- সেটাই চরম সত্য।

আমার নানা একটি আমের বাগান কিনেছিলেন। আমের বাগান বলতে বাগানের ভুমি/জমি নয়। সে বছরে নির্দ্দিষ্ট আমের সিজনে গাছ গুলিতে যত আম হয় সেগুলোই। শুধু মাত্র সেই সিজনের আম ফল মাত্র। প্রায় ৫০ টির মত গাছ ছিল। মালিক বার বার গাছ দেখিয়ে বলেছিলেন, কোন গাছের আম কত মিষ্টি। আমি অবাক হয়ে নানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,‘ আমরা কিভাবে বুঝব কোন গাছের ফল মিষ্ট বা টক। তিনি বলেছিলেন, ‘ফলে পরিচয়, ফল পাকলে তবে, খেয়ে বুঝা যাবে।’ ইসলামিষ্টরা বার বার বলছেন, গর্বের সাথে বলছেন, তাদের আর্দশ বা সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভাল। কিন্তু ফল কোথায় ? কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্রকেই আধুনিক অর্থনীতির সহিত তুলনা করা যায় না। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিম ছাড়া কোন মুসলিমই ভাল অবস্থায় নেই। একশ বিশকোটি মুসলিমদের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ অর্ধাহারে অনাহারে, মানবেতর জীবন যাপন করছে, বলতে গেলে ইসলামিক বস্তিতে বাস করছে।

কোন মুসলিম দেশই ক্ষুধা প্রতিরোধ করতে পারছে না। ইরান ছাড়া কোন মুসলিম দেশকেই আধুনিক অর্থনীতির সহিত তুলনা করা যায় না। শুধু মাত্র ইরান ছাড়া সকল মুসলিম রাষ্ট্রের জি ডি পি একত্র করলে ক্যালিফোর্নিয়ার জি ডি পি যোগ ফলের চেয়ে কম হয়। তার মানে দাঁড়ায়,- ক্যালিফোর্নিয়ার ৩ কোটি অমুসলিম জনগোষ্ঠী ভোগ করে ১০০ কোটি জনগণের সমান সম্পদ। মুসলিম দেশের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। মুসলিম দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি শূণ্যের কোঠায়। মুসলিমদের হাতে কোন টেকনোলজি নেই। মুসলিমদের কিছুই নেই। তাহলে, এই মিথ্যা মুসলিম প্রাইড বা মিথ্যা মুসলিম-সুপিরিয়র সংস্কৃতির বড়াই কেন?

আমি ভিন্নমত শুরু অর্থাৎ ৯-১১ ঘটনার প্রায় দেড় বছর পুর্বেই আমার লেখা ‘যুদ্ধঃ মুসলিম বিশ্ব বনাম পশ্চিমা বিশ্ব’ এ বলেছিলাম কোল্ড ওয়ারের পর সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে । আর তা শুরু হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে। আর এ যুদ্ধ সময়ে সময়ে সশস্ত্র যুদ্ধের আকার ধারণ করবে। শুধু ইতিহাসই বলতে পারে, এ যুদ্ধে কে জয়ী হবে। মনে হচ্ছে মুসলিমরা এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তাদের সংখ্যা অর্থাৎ একশত বিশ কোটি মুসলিম ও কোরানের উপরই বেশী নির্ভরশীল। অন্যপক্ষে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব নির্ভরশীল,- তাদের সুপিরিয়র অর্থনীতি ও সুপিরিয়র টেকনোলজির উপর। মনে হচ্ছে, নতুন টেকলোজির কাছে মুসলিমদের সংখ্যাতত্ত্ব অসহায়। কারণ, হাফ মিলিয়ন সামরিক বাহিনীর দেশ ইরাক দখল করতে সময় লাগে ২ সপ্তাহ আর আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছে ২০০ শতের অনেক নিচে।

বাংলা আমার সম্পাদক জনাব মাহফুজ বলেছেন, ৪৬ টি মুসলিম দেশের উত্তরোত্তর বিকাশের ভয়ে আমেরিকা ইরাক দখল করেছে, পাছে মুসলিম দেশগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে যায়! আমি মুসলিম শক্তি দেখছি, যিরো + যিরো = বিরাট যিরো। মুসলিম দেশ গুলি যেখানে নিজেদের দেশের জনগণের নুন্যতম প্রয়োজন অর্থাৎ খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে শক্তির প্রশ্ন কোথায় ? অতএব জনাব মাহফুজ মুসলিমদের মিথ্যা প্রাইড না দিয়ে একটু বাস্তব সম্মত আধুনিক শিক্ষার বা টেকনোলজির শিক্ষার কথা বলুন। আর তা নাহলে একশত বিশ কোটি মুসলমানের বেশীর ভাগ অংশই হাজার বছর ধরে মানবেতর জীবন যাপন করবে। বার বার এটাই প্রমান হচ্ছে মুসলিমরা তলাবিহীন ঝুড়ি।